নাগরিক বাজেট ২০২৩-২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
UNIVERSITY OF DHAKA

প্রকাশনায়
সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি

উপাচার্য মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী

“উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা” স্লোগানকে সামনে রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের বাজেট জানা এবং বোঝার গুরুত্ব অপরিসীম। বাজেটের জটিল বিষয়গুলোকে জনসাধারণের কাছে বোধগম্য করা গেলে, তারা সরকারের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে। তবে সহজভাবে তুলে ধরার কাজটি কঠিন বটে। নাগরিক বাজেট প্রকাশনাটি মূলত বাজেটের কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে তুলে ধরে।

প্রণীত বাজেটকে সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষায় জনগণের নিকট উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি’র উদ্যোগে বার্ষিক প্রকাশনা ‘নাগরিক বাজেট ২০২৩-২৪’ প্রকাশের সংবাদে নিঃসন্দেহে আমি আনন্দিত। এই প্রকাশনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম, পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতভিত্তিক আলোচনা জনগনের নিকট পৌঁছে দেয়ার যে উদ্যোগ সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি নিয়েছে, তা প্রশংসনীয়।

গুরুত্ববহ বাজেট বিষয়ে এরূপ সৃজনশীল উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের আমি অভিনন্দন জানাই। একইসাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি’র উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাজেট কী?

একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকারের আয় ও ব্যয়ের বিবরণীকে বলা হয় জাতীয় বাজেট। রাষ্ট্রের চাহিদার ধরণ, প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকারের সমন্বয়ে বিভিন্ন খাতে সরকারের ব্যয় পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়, এবং সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

জাতীয় বাজেটের সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারের অর্থ সংক্রান্ত নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাবলির আইনগত ভিত্তি রয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮১ থেকে অনুচ্ছেদ ৯২ পর্যন্ত অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি ও বিধি আলোচনায় সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ, অনুমোদন, প্রাপ্তি, ব্যয়, ঘাটতি ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

বাজেট প্রণয়নের মেয়াদকাল

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অর্থ বিভাগ জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে, যা পরবর্তীতে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। বাজেট মনিটরিং ও বাস্তবায়নের দায়িত্বও অর্থ বিভাগের। তবে বাজেট বাস্তবায়নের পূর্বেই তা জাতীয় সংসদে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

জানুয়ারি
অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমিত বাজেট হিসাবের পরীক্ষণ সম্পন্ন

জানুয়ারি
নতুন হিসাবের সূচি প্রণয়ন

ফেব্রুয়ারি
হিসাব নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ষান্মাসিক অনুমিত হিসাব প্রদান

ফেব্রুয়ারি
অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমিত তথা প্রাক্কলিত ব্যয় পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

মার্চ
নতুন বাজেট সূচি সব বিভাগে সরবরাহ

মার্চ
বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত মতামত গ্রহণ ও সংশোধনী সমন্বয়

মার্চ
বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভবনা প্রাক্কলন

মার্চ
প্রশাসনিক বিভাগ ও কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বাজেট আলোচনা সম্পন্ন

মার্চ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে খাতওয়ারি ও কর্মসূচিভিত্তিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন গ্রহণ

মে
অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের অগ্রগতি

গত একদশকে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ থেকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেয়েছে।

কোভিড-পূর্ববর্তী গত ১০ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় ১৮৮ শতাংশ।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

২০১৩: ৬.৬ শতাংশ
২০২২: ৭.১ শতাংশ

বিনিয়োগ (জিডিপির শতাংশ)

২০১৩: ২৪.৪ শতাংশ
২০২২: ৩২.১ শতাংশ

মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)

২০১৩: ১,২৬৪
২০২২: ২,৭৯৩

মূল্যস্ফীতি

২০১৩: ৬.৮ শতাংশ
২০২২: ৬.১ শতাংশ

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)

২০১৩: ৯,১৫১
২০২২: ২৫,৫৬৬

খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

২০১৩: ৩৭২.৭
২০২২: ৪৬৫.৮২

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও সরকার বিভিন্ন নির্দেশকসমূহের জন্য কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

২০২৩-২৪

জিডিপি
(বর্তমান বাজার মূল্যে)
৫০,০৬৭ বিলিয়ন টাকা

জিডিপি প্রবৃদ্ধি
৭.৫ শতাংশ

মূল্যস্ফীতি
৬ শতাংশ

এনবিআর রাজস্ব
(জিডিপির অনুপাতে)
৮.৬ শতাংশ

সামগ্রিক ব্যয়
(জিডিপির অনুপাতে)
১৫.২ শতাংশ

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
১২ শতাংশ

বাজেট ঘাটতি
(জিডিপির অনুপাতে)
৫.২ শতাংশ

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
৩৫.৮ বিলিয়ন ডলার

রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি
১০ শতাংশ

জাতীয় বাজেটের প্রাপ্তি ও ঘাটতি (বিলিয়ন টাকায়)

মোট ব্যয় (৭,৬১৮)

পরিচালন আবর্তক ব্যয় (৪,৭৫৩)

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বাড়ি ভাড়া, সরকারের বিভিন্ন ঋণের সুদ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২,৬৩০)

অবকাঠামো ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রভৃতি।

মোট রাজস্ব আয় (৫,০০০)

কর হতে প্রাপ্তি (৪,৫০০)

কর ব্যতীত প্রাপ্তি (৫০০)

বাজেট ঘাটতি (২,৬১৮)

অভ্যন্তরীণ উৎস (১,৫৫৪)

বৈদেশিক উৎস (১,০২৫)

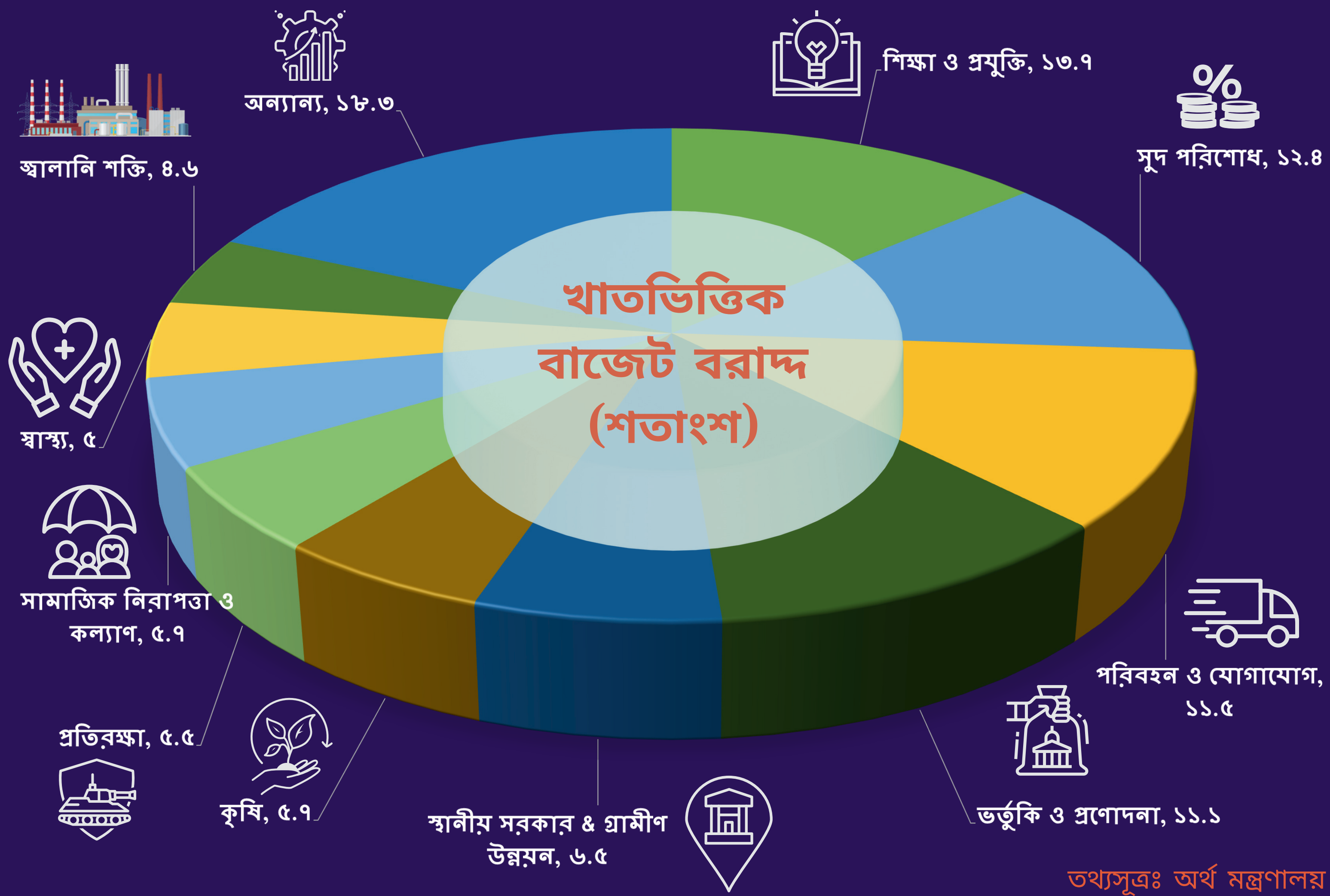

তথ্যসূত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে রাজস্ব-প্রাপ্তির উৎসসমূহ

বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সংস্থান সরকারকে করতে হয়, যাকে মূলত জাতীয় বাজেটের আয়ের খাত বলা হয়। প্রধানত দুটি খাত থেকে এই অর্থের সংস্থান হয়ে থাকেঃ কর-বাবদ প্রাপ্তি এবং কর-বহির্ভূত প্রাপ্তি।

কর-বাবদ প্রাপ্তি মূলত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারের মোট রাজস্বের সিংহভাগ আদায় করে থাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

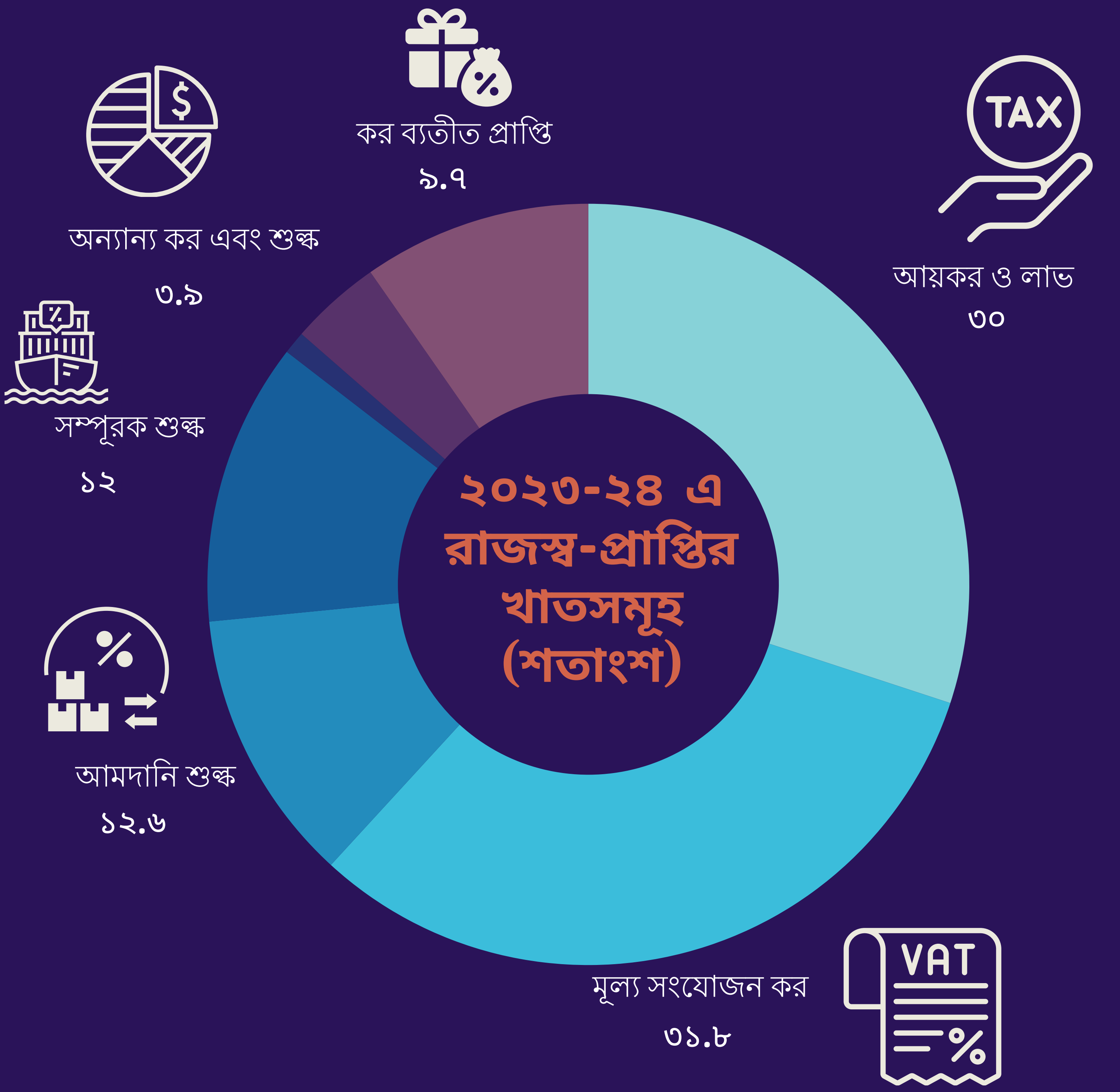

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের উৎসসমূহ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ঘাটতি ২,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫.২ শতাংশের সমান। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের জিডিপি এর শতাংশের তুলনায় ০.৩ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সহায়তা নিয়ে থাকে। বৈদেশিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে বিদেশী অনুদান সহ বিভিন্ন সহজ শর্তে ঋণ। এছাড়াও সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ উৎস, যেমনঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং খাত থেকেও ঋণ নিয়ে থাকে।

বাজেট ঘাটতির পরিকল্পনা অনুযায়ী ১,৫৫,৩৯৫ কোটি টাকা (৫৯.৪ শতাংশ) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এবং ১,০২,৪৯০ কোটি টাকা (৪১.৬ শতাংশ) বিদেশী উৎস থেকে সংগ্রহ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন উৎস হতে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (শতাংশ অনুযায়ী)

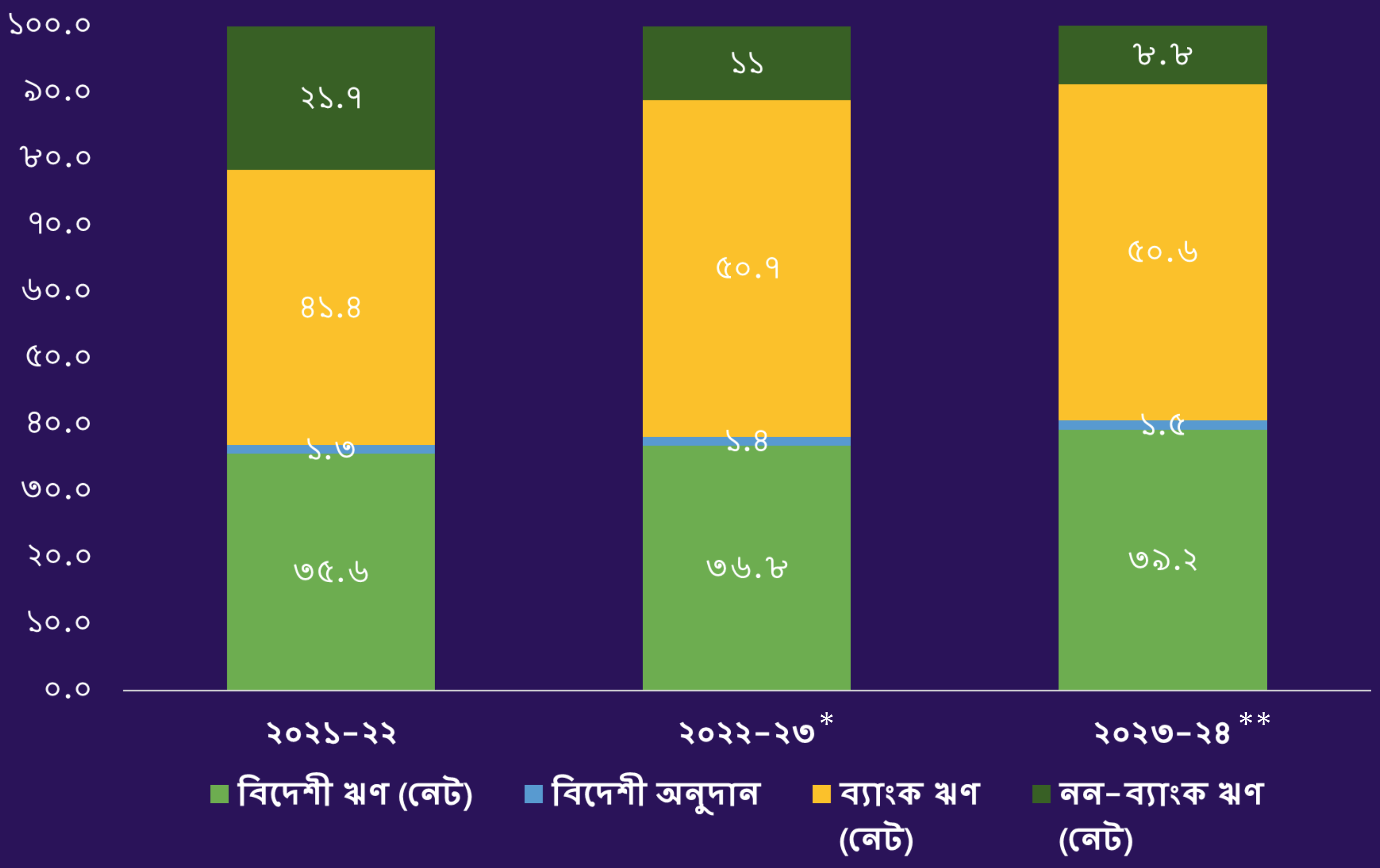

নোটঃ *সংশোধিত বাজেট, ** বর্তমান বাজেট

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাতভিত্তিক বরাদ্দ দেয়া হয়। বিগত বছরের তুলনায় প্রায় সকল খাতসমূহে বাজেটের বরাদ্দ বেড়েছে, অন্যদিকে কিছু কিছু খাতে বরাদ্দ কমেছে, যেমনঃ কৃষিখাত।

নির্বাচিত খাতসমূহের ব্যয় বিশ্লেষণ

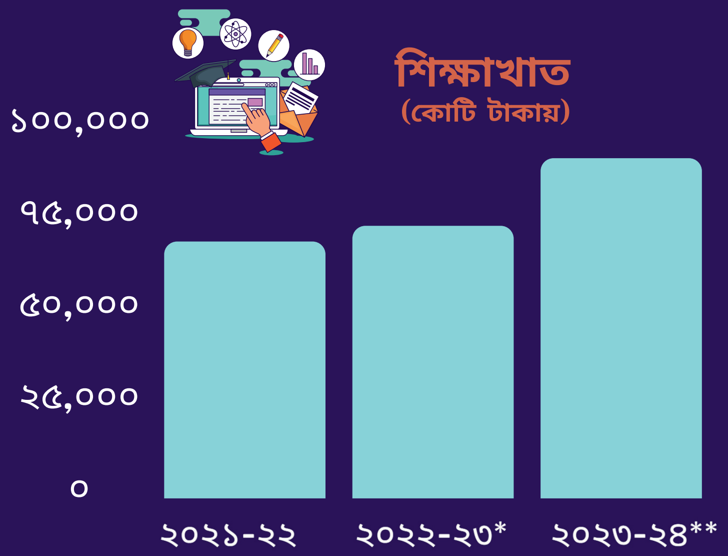

শিক্ষা খাত তিনটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ঃ (ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, এবং (গ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। ২০০৯ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৩৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৭১টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৮৮,১৬২ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১১.৬ শতাংশ। এটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি সামাজিক অসমতা প্রশমনে কাজ করে। এই কর্সমসূচিগুলো সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের শ্রেনিকে চিহ্নিত করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করে। এছাড়াও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিতে আয় পুনঃবন্টনে সহায়তা করে, প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো পেতে এবং সংকটের সময় একটি আর্থিক সহয়তা প্রদানে কাজ করে থাকে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। সেন্টার ফর বাজেট এন্ড পলিসি’র মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরই সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য আহ্বান করে থাকে।

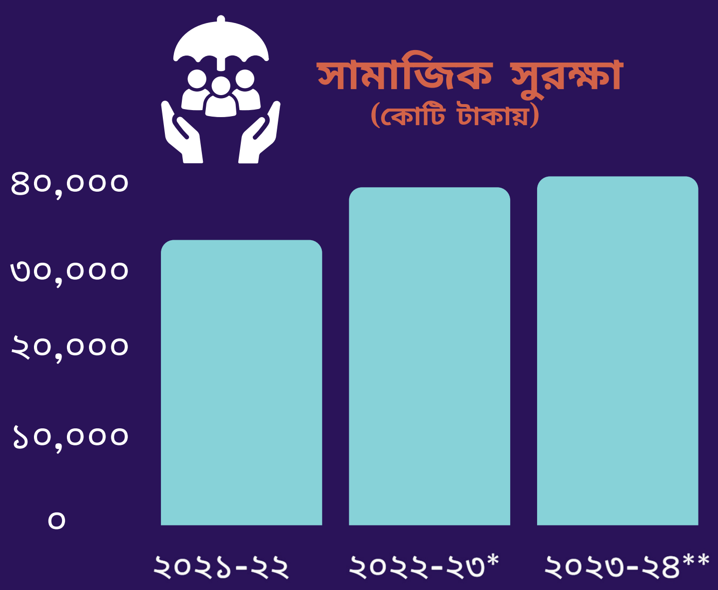

নোটঃ *সংশোধিত বাজেট, ** বর্তমান বাজেট

স্বাস্থ্য (কোটি টাকায়)

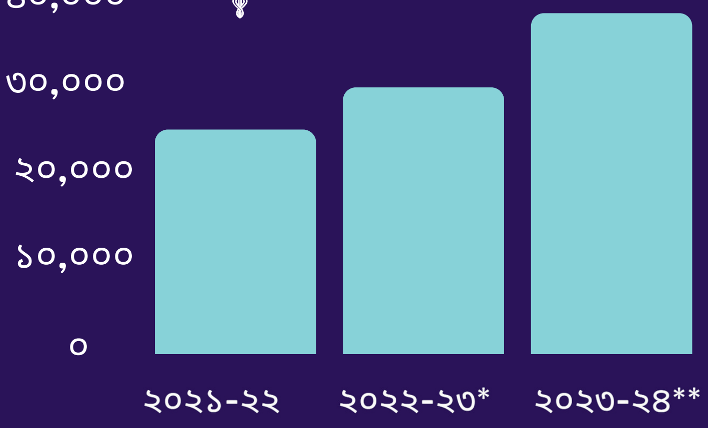

সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং **'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'** পূরণের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে সরকার স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিলো ২৯,৭৪৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বর্তমান অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে মোট ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৭.৯ শতাংশ বেশি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (কোটি টাকায়)

সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ৪,৯৪২ মেগাওয়াট, বর্তমানে ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ৩৪,৮১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য, পটুয়াখালী জেলার পায়রা অঞ্চলের পাশাপাশি কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকায় স্থাপিত পাওয়ার হাবগুলির মধ্যে ব্যাপক মেগা-প্রকল্পের কাজ চলছে।

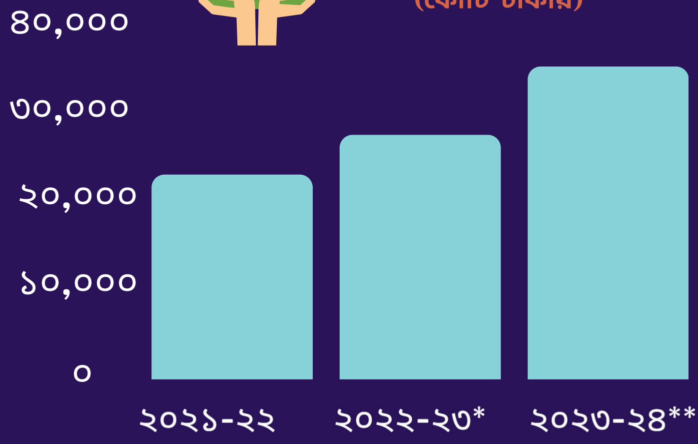

কৃষি (কোটি টাকায়)

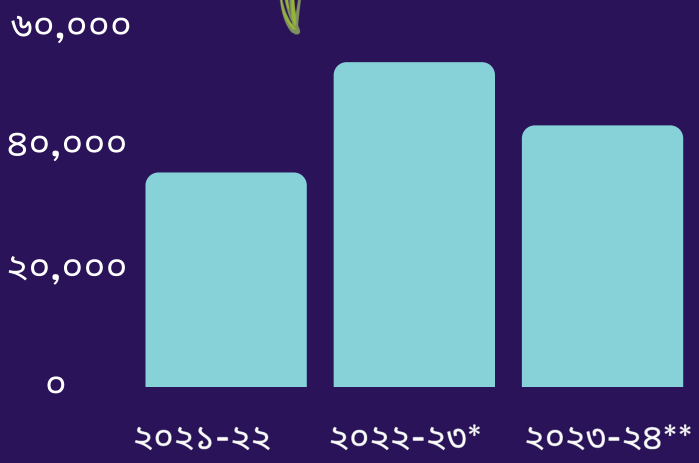

দেশের কৃষিখাতের অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখতে কৃষি বাজেটের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাশ্রয়ী মূল্যে সার, বীজ এবং অন্যান্য উপকরণ এবং সেচ সুবিধার উপর ভর্তুকি প্রদান করে আসছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য ৪৩,৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। এই বরাদ্দের মধ্যে সার, বীজ, সেচ সুবিধা এবং কৃষকদের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভর্তুকি বরাদ্দ রয়েছে, যার পরিমাণ ১৭,৫৩৩ কোটি টাকা।

নোটঃ *সংশোধিত বাজেট, ** বর্তমান বাজেট

২০২৩-২৪ অর্থবছরের নির্বাচিত প্রতিশ্রুতি এবং তাদের বাস্তবায়নের অগ্রগতি

বিগত বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেটে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ছিলো। প্রদত্ত কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি সরকার ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।

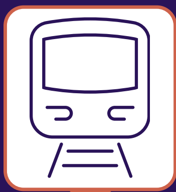

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরসহ বিভিন্ন ইপিজেডে ৫০ টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং শিল্প কারখানার উৎপাদন উদ্বোধন করা হয়।

দেশব্যাপী মোট ১০০ টি সেতু এবং প্রায় ২ হাজার ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১০০ টি উন্নয়নকৃত মহাসড়ক উদ্বোধন করা হয়।

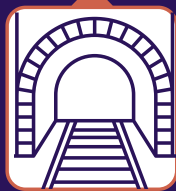

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

বিডার ওয়ানস্টপ সার্ভিস পোর্টালে অন্য ২২টি সংস্থার সেবা সংযুক্ত করা হয় এবং ২৩ হাজার সেবা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মোট ২৪ হাজার ৬১৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

‘১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পে ৮৫টি টিএসসিতে শিক্ষার কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং ৬,৮০০ টি নতুন পদ সৃষ্টি হয়।

সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ সংশ্লিষ্ট একটি স্বতন্ত্র গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পলিসি এডভোকেসি প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করতে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যায়ে কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখাই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, জাতীয় ও আঞ্চলিক বাজেট, আর্থিক নীতি, মুদ্রা নীতি, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়সমূহ এবং সরকারের বিভিন্ন নীতিমালাসহ প্রভৃতি অনেক বিষয়েই গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কাজ করে আসছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

উন্নয়ন দর্শনের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের কারণে ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। একই সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে পলিসি ডিসকোর্সকে প্রভাবিত করতে গবেষণাধর্মী ও বিশ্লেষণ এর প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপক। এই বাস্তবতার নিরিখেই সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা কাজে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আন্তসম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ, স্বাধীনতার ৫০ বছরে অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ, বাজেটে কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা, অতিমারীর সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা এবং অতি-দরিদ্রদের টিকে থাকার কৌশল, প্রাক-বাজেট ও বাজেট-পরবর্তী আলোচনা ২০২০-২১ বছরে সেন্টার এর কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঅংশীদারীত্ব নিয়ে সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সূচনালগ্ন থেকেই প্রাক-বাজেট সুপারিশ, বাজেট-পরবর্তী আলোচনা ও বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্লেষণ মূলক প্রকাশনা সেন্টারটি প্রকাশিত করে আসছে যা সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির সাফল্যের অন্যতম স্মারক হিসেবে সুপরিচিত।

গবেষক দলঃ

ড. এম. আবু ইউসুফ,
ড. মোঃ আব্দুল খালেক,
ইবনে আয়াজ রানা,
মোঃ সালে মোস্তফা।

গবেষণা সহযোগিতায়ঃ

আরজু আফরিন ক্যাথি।

প্রচ্ছদ অলংকরণঃ

মোঃ সালে মোস্তফা।

© সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, নভেম্বর ২০২৩